মাসিক পানি পরিক্রমা

(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

মার্চ - এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ / ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

বিশ্ব পানি দিবস-২০১৮ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

উন্নয়নের নামে জলাধার ভরাট বন্ধ করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের নামে জলাধার দখল করে ভরাট বন্ধের তাগিদ দিয়ে বলেছেন, যত বেশি নগরায়ন হচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রা বাড়ছে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে ততবেশি সুপেয় পানির উৎস সংকুচিত হয়ে পড়ছে। সকল ধরনের উন্নয়নেই পরিবেশের ওপর কিছুটা হলেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। এজন্য প্রকৃতি ও পরিবেশকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি উন্নয়নের নামে পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা ভরাট থেকে সকলকে বিরত থাকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

২৭ মার্চ ২০১৮ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পানি দিবস-২০১৮' উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'উন্নয়নের নামে আমরা দেখি প্রথমেই পুকুর ভরাট, খাল ভরাট বা নদী ভরাট হচ্ছে। দেখা যায়, যেখানে বিল ছিল, সেখানে এমনভাবে ভরাট করা হয়েছে, যে সেখানে আর কোনো পানিরই অস্তিত্ব থাকেনা। আগুন লাগলে পানিও পাওয়া যায় না। সবকিছু যেন গড়ে উঠেছে পানির উপরে।'

মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব কবির বিন আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক।

গঙ্গার পানি চুক্তির পরই তাঁর সরকার নদী খননের দিকে সব থেকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর পর কয়েকটি ড্রেজার কিনে জাতির পিতা এই ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা কখনো নদীগুলো খননের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত পানি সম্পদ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নদীকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, নদীর নাব্যতা বাড়ানো যায়, নদীর ধারণক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং এই নদী আমাদের জন্য অভিশাপ নয় আশির্বাদ হিসেবে যেনো নিজের অস্তিত্ব ঠিক রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মুল দায়িত্ব।

চলমান পাতা-

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, পৃথিবীর ৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে প্রায় একশ' কোটির বেশি মানুষ সুপেয় পানি পায় না। এই সমস্যাগুলো শিল্পোন্নত বিশ্বের সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি বলেন, আমাদের এই দেশটি বিচিত্র অবস্থানে, গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বাংলাদেশ, তাকে ঘিরে আছে নেপাল, ভূটান, ভারত, চীন। এই অববাহিকাভুক্ত দেশগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের সমস্যা অনেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বৃষ্টির সময় এখানে অতিবৃষ্টি হয়, আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। সমস্যা সমাধানে এতদঞ্চলের দেশগুলোর দ্বিপাক্ষীয় ও বহুমুখী আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন।

প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক বলেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়েরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে, জলাশয়গুলো খনন করে সুষ্ঠু পানি প্রবাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আলোর পথে, উন্নত দেশের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। সভাপতির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব কবির বিন আনোয়ার বলেন, প্রধান-মন্ত্রীর নেতৃত্বে কার্যকরী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের ধাপে পা রেখেছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ আরো এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্বাগত বক্তব্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিগত ৫ বছরে ৪২৪ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং এবং ৪৯৬ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে দেশের পানি ব্যবস্থাপনার ওপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যগণ, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কূটনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

বরিশাল জোনের আওতাধীন চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপিকে ফুলেল শুভেচ্ছা দেওয়া হয়

১৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বরিশাল জোনের আওতাধীন চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি জেলার এডিপিভূক্ত চলমান/অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ, ECRRP; Blue Gold; CSAWMP & CEIP প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা-শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প; কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা-শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) ; পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাংগন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ. আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প ; কচা নদীর ভাঙন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি পোনা নদীর মোহনা হতে হরিণপালা রিভারভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প; মেঘনা নদীর ভাঙ্গণ হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প ; নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প ;ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প; মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় জনবল, যানবাহন ও সরঞ্জামাদীর স্বল্পতা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অপ্রতুল বরাদ্দ, আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে তহবিল প্রদান এবং তা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্পণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিৎকরণ, দক্ষিণাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ, জরিপ কাজে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ ও বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চার, আপদকালীন কাজে পৃথক সিডিউল অব রেটস প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পানি সম্পদ মন্ত্রী ধৈর্য সহকারে সকলের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে দেশ ও জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর মাজার সংলগ্ন টুঙ্গিপাড়া খাল সৌন্দর্যবর্ধন কাজ

মোঃ সফিউদ্দিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, গোপালগঞ্জ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মভূমি গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত। এর দক্ষিণ পশ্চিমে ফরিদপুর জেলা , দক্ষিণে পিরোজপুর ও বাগেরহাট জেলা , পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে নড়াইল জেলার অবস্থান।

টুঙ্গিপাড়া খাল

গোপালগঞ্জ এর টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে টুঙ্গিপাড়া খাল। শৈশব কৈশোরের অনেক স্মৃতি রয়েছে বঙ্গবন্ধুর এই নদীকে ঘিরে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গত অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত এই নদীর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প হাতে নেয়। এ কাজে নদীর উভয় তীরে কারুকার্যময় ব্লক দ্বারা সাজানো হয়। তাছাড়া নদীতে নামার সুদৃশ্য সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়। নদীর পাড়ে গাছের শুশীতল ছায়ায় বসে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য মনরোম টাইলস দ্বারা নির্মাণ করা হয় বসার বেঞ্চ। নদীর এ সৌন্দর্যবর্ধন গোপালগঞ্জে আসা পর্যটকদের মাঝে এক অভুতপুর্ব সাড়া যুগিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত এই নদীর দৃশ্য এখন কবির কাব্যের মত মনোমুগ্ধকর।

এ প্রকল্প ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গোপালগঞ্জে "তারাইল-পাঁচুড়িয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি পোল্ডারের ভিতরের কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নিয়ে পরিবেষ্টিত ১৬০১৯ হেক্টর এলাকাকে সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা। প্রকল্প এলাকায় নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদান করা। পোল্ডারের অভ্যন্তরে লোনা পানি প্রবেশ রোধ করা। প্রকল্প এলাকায় নদী ভাংগন রোধের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও আয়বর্ধনকারী কর্মকান্ড সৃষ্টি করা। বন্যামুক্ত পরিবেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা। বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ ও মেরামত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ, টুঙ্গিপাড়া খালের উভয় পাড়ে স্লোপ প্রোটেকশনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও বিউটিফিকেশন কাজ এর অন্তর্ভূক্ত।

বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বঙ্গবন্ধুর মাতৃভূমি গোপালগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে সুজলাসুফলা শস্যের সমাহার। এ অবদানের অংশীদার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

শোক সংবাদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ টি এম আব্দুর বারী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কল্যাণ পরিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী এবং অনেক গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তাকে কুড়িগ্রাম জেলার প্রতাপ গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

নদীর কান্না

জয়দেব বিশ্বাস
অফিস সহায়ক
গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, গোপালগঞ্জ।

বিল শুকালো খাল শুকালো নদী গেল ভরে
মধুমতি গড়াই, গেল পানির জন্য মরে।
কালিগঙ্গা শুকায় গেছে কোথাও পানি নাই
নদীর দেশ আজ মরু ভূমি কাঁন্দে যে সবাই।
পদ্মা মেঘনায় চর জাগিলো যমুনা শুকায় কাঠ
চাষি কান্দে মাঝি কান্দে কান্দে ফসল মাঠ।
জনগণের দুঃখে কান্দে শেখ হাসিনার মন
দেশের জন্যে করবে এবার নদী খাল খনন।
খাল ও নদী খনন করার নির্দেশ দিল সরকার
নদী খনন করার লাগি এলো ড্রেজার।
পানি উন্নয়ন বোর্ড এবার নামল জোরে শোরে
পানি শোধন নদী খনন জনগণের তরে।
কৃষক যাবে মাঠে মাঠে ফসল বার মাস
শস্য শ্যামল দেশটি দেখে সবার মুখে হাস।
ভরবে গোলা সোনার বাংলায় থাকবে সুখে বেশ
সোনার বাংলায় ভরবে সোনায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

কবির বিন আনোয়ার ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সচিব পদে যোগদান করায় তাঁর দপ্তর কক্ষে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মহাপরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত ছিলেন।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

ওয়াপদা ভবনের তৃতীয় তলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর দপ্তরের প্রবেশদ্বারে " আমার অফিস দুর্নিতীমুক্ত" লেখা চলমান ডিজিটাল ডিসপ্লের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান। এ সময়ে বাপাউবো এর চীফ মনিটরিং কাজী তোফায়েল হোসেন, চীফ প্লানিং এ কে এম আমিনুল হক ও সচিব মোঃ আব্দুল খালেকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর যোগদান

কাজী সাখাওয়াত হোসেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

কাজী সাখাওয়াত হোসেন ১ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে যোগদানের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব পদে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি চাকুরিকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উপসচিব (আইন প্রণয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপসচিব এবং যুগ্মসচিব পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ সালের সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এমএসসি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান) ১ম শ্রেণী ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবম ব্যাচের সদস্য। তিনি থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, জাপান, ইতালি, চীন ও অস্ট্রেলিয়াসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার কদমতলা ইউনিয়নের গোরগোলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

অংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ ২)

মোঃ আনিসুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ ২)

দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা দেশের দক্ষিন-পশ্চিম ও দক্ষিন-মধ্য হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। ১৯৮৮ সালের বন্যা পরবর্তীতে বাংলাদেশকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ভবিষ্যতে বন্যা মোকাবেলা পরিকল্পনা প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য প্রণীত Flood Action Plan-4 (FAP-4) একটি । এ সমীক্ষায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান প্রকল্পসমূহ হ'তে কাঙ্খিত সুফল না পাওয়ার কারণ ও সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে সুবিধাভোগীগন প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত না হওয়া একটি অন্যতম কারণ হিসেবে সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়। উপকারভোগীদের সংগঠিত করে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী, বছরব্যাপী পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ এবং টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের (WMA) নিকট হস্তান্তর করতে সমীক্ষা প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নড়াইল ও যশোর জেলার ২টি উপ-প্রকল্প, চেঙ্গুরী বিল উপ-প্রকল্প ও নড়াইল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে "দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ-১)" গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে পূনর্বাসন কার্যক্রম এপ্রিল ২০০৬ হ'তে জুন ২০১৫ সময়কালে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

এ প্রকল্পে উপকারভোগীদের সংগঠিত করে ১১৬টি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কারিগরী সহায়তায় কৃষক মাঠ স্কুল, মাঠ প্রদর্শণী ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহনের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন প্রকল্প-পূর্ব ৭২,০০০ মেঃ টন হ'তে ১৩৮,০০০ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরনের ফলে প্রাকৃতিক মাছের প্রাপ্যতা হ্রাস পায়। মৎস অধিদপ্তরের কারিগরী সহায়তায় এ ঘাটতি পুরনের পরেও বাৎসরিক কালচার মাছের উৎপাদন প্রায় ৩,০০০ মেঃটন বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবকাঠামোসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের (WMA) নিকট হস্তান্তর করা হয়। সমিতির সদস্যের সঞ্চয়ী হিসাবে ইতোমধ্যে প্রায় ৪.০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পরেও সমিতির হিসাবে পওর খাতে ৪০.০ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা দলকে আয়-বর্ধণমূলক কাজের স্বার্থে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত প্রকল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখায় একই আদলে Concept সম্প্রসারনের জন্য উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা, এডিবি ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১৫ হ'তে জুন ২০২২ সময়কালে "দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ- ২)" শীর্ষক প্রকল্প ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাগুরা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাপাউবোর বিদ্যমান ৯টি উপ-প্রকল্পের প্রায় ৮৪,০০০ হেঃ এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। প্রকল্পের আওতায় ২৫০টি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠণ তৈরী করা হবে এবং জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে ৩৫০কি:মি: খাল পুন:খনন, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ৪৩টি পুনর্বাসন ও ৫টি নতুন তৈরী করা হবে। প্রকল্পটিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৪৫.০ (পয়তাল্লিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসেবে এবং নেদারল্যান্ড সরকার ৭.০ (সাত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশ সরকার ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (টাকার সমপরিমান) অনুদান হিসেবে অর্থায়ন করছে।

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৮,২১০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে, প্রকল্প সাহায্য: ৪০,৩৫১.৮৭ (এডিবি ও নেদারল্যান্ডস সরকার) আরপিএ: ৩৫,৫২০.২৮ ও জিওবি: ৭,৮৫৮.১৩ লক্ষ টাকা।

লজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় সমন্বিত (Integrated) অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন, পূনর্বাসন কাজে সুবিধাভোগিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে WMG এবং WMA শীর্ষক সংগঠন তৈরী করা হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনসমূহকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সর্বোপরি, অবকাঠামো সমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগিদের নিবন্ধিত সংগঠন WMA এর হাতে ন্যস্ত করে প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি জেলায় প্রকল্প এলাকার ৪.৭০ লক্ষ সুবিধাভোগী সরাসরি বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন সুবিধা পাবে। ফলে প্রকল্প এলাকায় শষ্য নীবিড়তা ২০% বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প এলাকায় বাৎসরিক শষ্য উৎপাদন ১১১,৫২৫ মেঃ টন এবং মাছের উৎপাদন ১৩৮৬ মেঃ টন বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তীতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে টেকসই অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রীর হাওরাঞ্চলের বাঁধ পরিদর্শন

বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মন্ত্রী বলেন, হাওর পাড়ের সকলকেই হাওরের বাঁধের বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। হাওরাঞ্চলের ফসল বাঁধ রক্ষার জন্য সকলের সম্মতিক্রমে বাঁধের কাজ সম্পন্ন করা হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহর প্রতি, যাতে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হয়। জামালগঞ্জ উপজেলার ভীমখালী ইউনিয়নের ভান্ডা মল্লিকপুর ও রাজাবাজে জলাবদ্ধ কৃষকদের উদ্দেশ্য জনসভায় উপরোক্ত কথা গুলো বলেন। মন্ত্রী আরো বলেন, বর্ষাকালে হাওরে যে পানি আসে তা থেকে সৃষ্ট বন্যায় ফসল নষ্ট হয়। আমি কাজটি মন্ত্রণালয়ে বসেও করতে পারতাম। এখানে এসে দেখে গেলাম যে সমস্যাটা কী, কেন ফসল নষ্ট হয়, পানি কোথা থেকে আসে। জামালগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে হাওরাঞ্চলের বাঁধ নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ সাবিরুল ইসলাম। প্রধান

নির্মাণাধীন ডুবন্তবাঁধ

অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহম্মেদ খান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইউসুফ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক কে,এম আনোয়ার হোসেন, জামালগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম আল ইমরান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মনিরুল হাসান, হাওর বাঁচাও, সুনামগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি এডঃ বজলুল মজিদ খসরু। সভায় পিআইসিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাচনা বাজার ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রেজাউল করিম শামীম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী এম নবী হোসেন প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ সফর শেষে মন্ত্রী কিশোরগঞ্জ জেলা সফর করেন। তিনি ইটনা উপজেলার ধনু নদীর ড্রেজিং কাজ এবং কুলিয়াচর উপজেলার মেঘনা ও ঘোড়াউত্রা নদীর খনন কাজ পরিদর্শন করেন এবং জেলা পরিষদের পরিদর্শনবাংলোয় নদী ড্রেজিং এবং খনন কাজের অগ্রগতি নিয়ে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় পোনা নদীর ড্রেজিং কাজের উদ্বোধন

ড্রেজিং কাজের উদ্বোধন করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় পোনা নদীর ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

পিরোজপুর জেলার ভিটাবাড়ীয়া, নদমূল্লা, ভান্ডারিয়া পৌরসভা ও ধাওয়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভান্ডারিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত পোনা নদীটি পলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় পোনা নদী দিয়ে নৌ চলাচল ব্যহত হয় এবং বর্ষা মৌসুমে নদী উপচে পানি নদীর দুধার জলমগ্ন হয়ে ফসলী জমি ডুবে যায়। এ অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পোনা নদী খনন প্রকল্প হাতে নেয়।

এ প্রকল্পে কচা নদী হতে শুরু করে ভুবনেশ্বর নদীর মোহনা পর্যন্ত ৫ কিমি দৈর্ঘ্য পলি ভরাট এবং কচা নদীর মোহনায় পোনা নদী ১৬০ মিটার প্রস্থে খনন করা হবে। খননের গড় প্রস্থ ৪০ মিটার। খননের গভীরতার লেভেল (-) ৬.০০ মি পিডব্লিউডি।এ ছাড়াও ভুবনেশ্বর নদীর মুখ হতে ভাটীতে কচা নদীর মোহনা বরাবর ড্রেজিং কাজ এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন ১১ বছর আগে ঘূর্ণিঝড় সিডরে উপকূল অঞ্চলের বেড়িবাঁধ ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়। ইতোমধ্যে এ বাঁধ পুনঃনির্মাণ তথা ব্যাপক উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন হলে এলাকার আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলে যাবে। নৌ চলাচলেও সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে তিনি স্পীডবোট যোগে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন-কালে মন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার কোন শেষ নেই। এছাড়াও তিনি উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, সিইআইপি, ফেজ-১ এর প্যাকেজ -২ এর আওতায় ভান্ডারিয়া উপজেলায় পোল্ডার ৩৯/২ সি এর বেড়ি বাঁধ, স্লুইচগেট, সেচখাল পুনঃখনন এবং নদী ভাংগন রোধে তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্প সর্ম্পকে মন্ত্রী মহোদয়কে বিস্তারিত অবহিত করেন।

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন , প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণাঞ্চল মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল রমজান আলী প্রামানিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ, সাঈদ আহমেদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : এ,কে,এম নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd